প্রতিদিন একটি আয়াত

শাইখ আবু মুয়াউইয়াহ ইসমাইল কামদার

অনুবাদ
মাসুদ শরীফ

নিরীক্ষক
মুফতি মাহমুদুল হক

প্রচ্ছদ, পৃষ্ঠাসজ্জা
ফজলে মুন

প্রসঙ্গকথা

সমুদয় প্রশংসা এই মহাবিশ্বের প্রভু ও সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর জন্য। এই কার্যক্রমটি সুন্দরভাবে শেষ করতে পারার জন্য তাঁর নিকট অসংখ্য শুকরিয়া আদায় করছি। শান্তি ও রহমত বর্ষিত হোক শেষনাবি মুহাম্মাদ ﷺ এবং ন্যায়নিষ্ঠভাবে কিয়ামাত দিবস পর্যন্ত যাঁরাই তাঁর পথ অনুসরণ করেন তাঁদের সবার ওপর।

আল-কুর'আন নিয়ে এই রামাদানে আমি স্বাতন্ত্র্য একটা কাজ করতে চেয়েছিলাম। প্রতি বছর রামাদানে আমরা আল-কুর'আন তিলাওয়াত করি। কখনো-বা একাধিক বার। কিন্তু এর কতটুকু আমরা বুঝি? বা এর অর্থ অনুধাবনের চেষ্টা করি? ভেবে দেখলাম, না-বুঝে এক জুয (পারা) পড়ার চেয়ে, প্রতিদিন আমরা যদি কেবল একটি আয়াত বোঝার চেষ্টা করি, তাহলেও এর প্রভাব হয়তো দীর্ঘস্থায়ী হবে।

প্রতিদিন তাই আল-কুর'আন তিলাওয়াতের সময় কিছু কিছু আয়াত নিয়ে বিশেষভাবে অধ্যয়ন করার কাজ হাতে নিলাম। অর্থ বোঝার জন্য শুরু করলাম তাফসীর নিয়ে গবেষণা। পুরো রামাদান জুড়েই হররোজ একটি করে আয়াতের ব্যাখ্যা তৈরি করে পোস্ট করলাম আমার 'ফেসবুক পেজ'-এ। এগুলোর সংগ্রহ নিয়েই এই সংকলন।

সংকলনে ব্যবহৃত আয়াতের অনুবাদগুলো আমার নিজের। তবে এজন্য গ্রন্থপঞ্জিতে উল্লিখিত বিভিন্ন অনুবাদের সহায়তা নিয়েছি। অনুবাদগুলো নিজে করার কারণ হচ্ছে, যখনই আমি কোনো আয়াত তিলাওয়াত করি, এরপর অনুবাদ দেখি, তখন আমার মনে হয় অনুবাদের ভাষাকে আরও উন্নত কিংবা সহজ করার কিছুটা অবকাশ রয়েছে।

আশা করি আমার এই ক্ষুদ্র চেষ্টা আপনাদের জন্য বেশ কল্যাণকর হবে; আমাদের প্রত্যেককে আল-কুর'আনের অর্থ নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করতে উৎসাহ যোগাবে এবং আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে সেই চিন্তালব্ধ অনুধাবন প্রয়োগের ক্ষেত্রে সাহায্য করবে।

ওয়াস সালাম

আবু মুয়াউইয়াহ ইসমাইল কামদার
প্রধান টিউটোরিয়াল সহকারী, ইসলামিক অনলাইন ইউনিভার্সিটি।

সূচিপত্র

আয়াত ১
সরল পথ । ০৯

আয়াত ২
দিকনির্দেশনা দানকারী গ্রন্থ । ১০

আয়াত ৩
লোক দেখানো দান-সদকা ১১

আয়াত ৪
হারাম প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত
সবকিছুই হালাল । ১৩

আয়াত ৫
দু'আর শক্তি । ১৪

আয়াত ৬
সার্বজনীন সুবিচার । ১৫

আয়াত ৭
অপ্রয়োজনীয় প্রশ্ন জিজ্ঞাসা । ১৭

আয়াত ৮
অলৌকিক নিদর্শন । ১৮

আয়াত ৯
প্রকৃত বিশ্বাসী । ১৯

আয়াত ১০
অন্ধ অনুসরণ । ২১

আয়াত ১১
নাবি ইউসুফের দু'আ । ২২

আয়াত ১২
সফল হওয়ার গুণাবলি । ২৪

আয়াত ১৩
অপব্যয় । ২৫

আয়াত ১৪
দুঃসময় কেন আসে? । ২৭

সূচিপত্র

আয়াত ১৫
দা'ওয়াহ | ২৮

আয়াত ১৬
মন্দের ভালো | ২৯

আয়াত ১৭
পাপীদের জন্য আশার আলো | ৩০

আয়াত ১৮
বিশুদ্ধ অন্তর | ৩১

আয়াত ১৯
ইবাদাহ নিজের জন্যই | ৩২

আয়াত ২০
লোকে কী বলবে? | ৩৩

আয়াত ২১
সাহসিকতা | ৩৪

আয়াত ২২
বিকট এক শব্দ | ৩৫

আয়াত ২৩
সম্পদের পরীক্ষা | ৩৬

আয়াত ২৪
ধৈর্য | ৩৮

আয়াত ২৫
আল-কুর'আন বুঝুন | ৩৯

আয়াত ২৬
অর্থ প্রবাহ | ৪০

আয়াত ২৭
অমুসলিমদের প্রতি সদয়াচরণ | ৪১

আয়াত ২৮
তাওয়াক্কুল | ৪২

আয়াত ২৯
নাবি নুহের দা'ওয়াহ | ৪৩

আয়াত ৩০
বিশ্বাসীদের জন্য চূড়ান্ত বিজয় | ৪৪

গ্রন্থপঞ্জি | ৪৭



আয়াত ১ : সরল পথ

اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ

"আমাদের পরিচালিত করুন সরল পথে।"

[সূরাহ আল-ফাতিহা ১:৫]

ব্যাখ্যা:

সূরাহ আল-ফাতিহাই একমাত্র সূরাহ যা আমরা প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত সালাতে কমপক্ষে সতেরো বার করে তিলাওয়াত করি। এই সূরাহর মধ্যবর্তী আয়াতটি একটি দু'আ, যে দু'আ কবুল করার ব্যাপারে আল্লাহ অঙ্গীকার করেছেন। দু'আটি পথপ্রদর্শনের দু'আ।

একজন বিশ্বাসী মুসলিমের নিকট সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আকাঙ্ক্ষিত বস্তুটি হচ্ছে সঠিক পথের সন্ধান পাওয়া। স্বাস্থ্য, সম্পদ এবং পার্থিব যেকোনো কিছুর চেয়ে এটি অধিক গুরত্বপূর্ণ। কারণ, সঠিক পথনির্দেশ ছাড়া ইহকাল ও পরকাল দুক্ষেত্রেই আমরা পথভ্রষ্ট।

তাছাড়া প্রতিনিয়ত আমরা বিভিন্ন ভুল কাজ করে বসি, হড়কে যাই সঠিক পথ থেকে। এজন্য সর্বদাই আমাদের প্রয়োজন আল্লাহর দিকনির্দেশনার। সরল পথে থাকার জন্য তাই প্রত্যেক সালাতেই পরিপূর্ণ মনোযোগ ও উপলব্ধি সহকারে সূরাহ আল-ফাতিহা তিলাওয়াত করা চাই।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, তাহলে তাদের কী হবে যারা কুরআনের অর্থ না-বুঝেই[১] সালাত আদায় করেন? তাদেরই বা কী হবে যারা একেবারেই সালাত আদায় করেন না?

---

১. অনেকে মনে করেন অর্থ না বুঝে তিলাওয়াত করলে কোনো লাভে নেই, এ ধারণা ভুল। অর্থ না বুঝে পড়লেও প্রতি অক্ষরে কমপক্ষে দশটি করে নেকি পাওয়া যায়। হজরত উসমান (রা.) সূত্রে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন, 'যে ব্যক্তি কোরআনের একটি হরফ পড়বে, সে একটি নেকি পাবে, আর প্রতিটি নেকি দশ গুণ করে বৃদ্ধি করে দেওয়া হবে।' (তিরমিজি, হাদিস : ২৯১০) নামাজের ভেতর পড়লে তো আরও বেশি নেকী হয়। 'যখন তাদের সামনে কোরআন পাঠ করা হয়, তখন তাদের ঈমান বেড়ে যায়। (সুরা : আনফাল, আয়াত : ২) [সম্পাদক]

এদের অবস্থা তো আরও করুণ। আল্লাহর দিকনির্দেশনা ছাড়া কীভাবে আমরা সফলতা অর্জন করব?

আল্লাহ যে আমাদের এত সুন্দর একটি দু'আ শিখিয়ে দিলেন, আর সেটা প্রতিদিন এতবার করে কবুল করার সুযোগও করে দিলেন, তা নিঃসন্দেহে আমাদের জন্য অনেক বড় প্রাপ্তি। কিন্তু কতজন এই পুরস্কারের মূল্যায়ন করেন কিংবা এর সুবিধা গ্রহণ করেন?

আয়াত ২ : দিকনির্দেশনা দানকারী গ্রন্থ

ذٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ

"এটা সেই গ্রন্থ, যে-গ্রন্থে কোনো সন্দেহ-সংশয়ের অবকাশ নেই; যারা আল্লাহকে ভয় করে তাদের জন্য পথপ্রদর্শক।"

[সূরাহ আল-বাকারাহ ২:২]

ব্যাখ্যা:

আল-কুর'আনের প্রথম পাতা শেষ হয়েছে দিকনির্দেশনা পাওয়ার দু'আ দিয়ে। আর দ্বিতীয় পাতার শুরু, কীভাবে সেই দিকনির্দেশনা অর্জন করা যায়—আল-কুর'আনের অনুসরণেই সেই দিকনির্দেশনা পাওয়া সম্ভব। দুর্ভাগ্যজনকভাবে অধিকাংশ মুসলিমের ঘরেই আল-কুর'আন আজ—বইয়ের তাকের সবচেয়ে ওপরে—সাজিয়ে রাখা এক সুভেনিয়র হিসেবে শোভা পায়। কেউ যদি পড়েনও, তিনি কেবল বারাকাহ (বরকত, সওয়াব) লাভের জন্য পড়েন; অর্থ বুঝে বা এর শিক্ষা ও উপদেশ কাজে লাগানোর কোনো উদ্দেশ্য নিয়ে পড়েন না।

আল-কুর'আন অবতীর্ণ হওয়ার মূল উদ্দেশ্য এভাবেই আমাদের অনেকের মধ্যে থেকে হারিয়ে যায়। আমাদের ভেবে দেখা উচিত, আল-কুর'আনকে আমরা দিকনির্দেশনা পাওয়ার গ্রন্থ হিসেবে বিবেচনা করি, নাকি অন্য কোনো কিছু হিসেবে। যদি দ্বিতীয়টি সত্য হয়, তাহলে আল-কুর'আনের প্রতি আমাদের মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করতে হবে, দিতে হবে এর প্রাপ্য মর্যাদা।